ভোরের কাগজ

তারিখ 28 DEC 2002
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আজ থেকে আরো কঠোর কর্মসূচি

শাবিপ্রবিতে শিক্ষক ধর্মঘট অব্যাহত

শা.বি প্রতিনিধি : কর্তৃপক্ষের নীরব ভূমিকার পাশাপাশি শিক্ষকদের লাগাতার কর্মবিরতির ফলে সিলেটে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে। ক্যাম্পাসে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার দাবিতে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও জাতীয় ছাত্রদল বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। এদিকে শিক্ষক সমিতির নিয়মনীতি ভেঙে কিছু শিক্ষকের আলাদাভাবে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন ও পত্রিকায় বিবৃতি পাঠানোকে সমিতির নেতৃবৃন্দ অসৌজন্যমূলক বলে উল্লেখ করেছেন। শিক্ষক কর্মবিরতির ফলে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী ক্যাম্পাসে না আসলেও কয়েকজন শিক্ষক ক্লাস ও টার্মটেস্ট নেওয়ায় শিক্ষার্থীরা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

শাবি শিক্ষক সমিতির গত এক সপ্তাহের কর্মবিরতির ফলে ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম অচল হয়ে পড়েছে। শিক্ষকদের প্রমোশন/আপগ্রেডেশন স্থায়ী করা ও নতুন শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে গত ১৫ ডিসেম্বর থেকে এই কর্মবিরতি শুরু হয়েছে। এ যাবৎ কর্তৃপক্ষ দাবি মেনে না নেওয়ায় সমিতি আজ শনিবার সংবাদ সম্মেলন করে অবস্থান ধর্মঘটসহ বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করতে যাচ্ছে। এদিকে শিক্ষক সমিতির কর্মবিরতিতে যোগ না দিয়ে কয়েকজন শিক্ষকের অনবরত পত্রিকায় বিবৃতি পাঠানো ও সংবাদ সম্মেলন করাকে সমিতির নেতৃবৃন্দ অনৈতিক ও গঠনতন্ত্র পরিপন্থী বলে উল্লেখ করেছেন। এনিয়ে সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. কবির হোসেন সাধারণ শিক্ষকদের নামে প্রফেসর মোঃ হাবিবুল আহসানের গত ২২ ডিসেম্বর সাংবাদিকদের সঙ্গে

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

শাবি প্রবিতে শিক্ষক ধর্মঘট অব্যাহত

● শেষের পাতার পর

মতবিনিময়কে অসৌজন্যমূলক বলে উল্লেখ করে বলেন, শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া আদায়ের নামে গুটি কয়েক শিক্ষক পরিস্থিতি অশান্ত করার হীন প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। তিনি এ ধরনের বিবৃতি দিতে পারেন না, যা শিক্ষকদের প্রতি অসম্মানজনক।

এদিকে অবিলম্বে ক্লাস চালুর দাবিতে সরকার সমর্থক জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও জাতীয় ছাত্রদল বিক্ষোভ মিছিল শেষে সমাবেশ করেছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের মিছিলপরবর্তী সমাবেশে সাংগঠনিক সম্পাদক মমিনুল ইসলামের পরিচালনায় এবং সাধারণ সম্পাদক শেখ মামুন উর রশীদ শান্তর সভাপতিত্বে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে জাতীয় ছাত্রদলের সমাবেশে পিংকু পুরকায়স্থের সভাপতিত্বেও বাদল আহমেদের পরিচালনায় বক্তারা বর্তমান অচলাবস্থা, দেশব্যাপী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েরসমূহে বেতন ফি বৃদ্ধি ও ভর্তুকি প্রত্যাহারের প্রতিবাদ জানায়।

একদিকে শিক্ষকদের কর্মবিরতি ও অন্যদিকে কিছু শিক্ষকের ক্লাস এবং টার্মটেস্ট পরীক্ষা নেওয়ার তারিখ ঘোষণা দেওয়ায় বাড়ি থেকে ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাসে না ফেরায় বিপাকে পড়েছে। জানা যায়, আইপিই বিভাগে এ সপ্তাহে তৃতীয় বর্ষের ১ম সেমিস্টারের ২৮ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মাত্র ৮-১০ জন ছাত্রছাত্রী উপস্থিত থাকার পরও আইপিই-৩১৭ কোর্স শিক্ষক গত রোববার পরীক্ষা নিয়েছেন। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি বিভাগে টার্মটেস্ট পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ হয়ে গেছে।